R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.). 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল ।
৩রা মে ২০০৬ সাল ।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

আজ বিধানসভা ভোট শান্তিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কয়েকটি জেলার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচটি কেন্দ্রে বিধানসভার ভোট শুরু হয়েছে ৩ মে '০৬ সকাল সাতটা থেকে। ছটা থেকে ভোটারদের লাইন পড়ে যায়। বেলা ১২টার সময় প্রচন্ড রোদের মধ্যেও প্রায় জায়গায় দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ার মতো। এবারের ভোটে নির্বাচন কর্মীদের অপারদর্শিতায় বহু প্রকৃত ভোটার ভোট দিতে পারেননি। তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি অবজারভারের সঙ্গে দেখা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। একথা ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন জঙ্গিপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত। সুতী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মহঃ সোহরাব জানান, তাঁর এলাকার সেন্ডা, বীরথম্বা ও প্রসাদপুর বুথে এর আগে বুথ দখল করেছে সিপিএমের ক্যাডাররা। তাই এবার অবজারভারের কাছে লিখিত অভিযোগ আনলে তিনি ঐ সব চিহ্নিত বুথ ঘুরে ফেয়ার ইলেকশনের ভরসা দিয়েছেন। সাগরদীঘি (তপঃ) কেন্দ্রের বন্যেশ্বর অঞ্চলের মাঠখাগড়া ২২ নম্বর (শেষ পৃষ্ঠায়)

কঠোর নিয়ন্ত্রণ বলয়ে সনিয়ার নির্বাচনী সভা

অসিত রায় ঃ ৩ মে ৪র্থ পর্য্যায়ের নির্বাচনী পরিক্রমায় মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রচার ব্যবস্থা একেবারে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে হয়ে গেলো। এ যেন শেষ মুহূর্তের পরীক্ষার প্রস্তুতি। ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিল মহকুমার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাচনী পরিক্রমায় ঘুরে গেলেন রাজ্য এবং জাতীয়-স্তরের ভি, ভি, আই, পি, রথী-মহারথী হেভিওয়েট নেতৃত্ব। নির্বাচনী প্রচারের সুযোগে গত ২৮ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্কে এ, আই, সি, সি-র সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী দেখিয়ে দিয়ে গেলেন নেতৃত্বের ভূমিকা কী হওয়া উচিত। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন সর্বভারতীয় সম্পাদিকা মার্গারেট আলভা এবং বর্তমানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ দুই মেরুর শীর্ষ নেতৃত্ব প্রণব মুখার্জী এবং অধীর চৌধুরী। সনিয়া গান্ধীর উপস্থিতিতে অনেকদিন পরে একই মঞ্চে প্রণব-অধীরের এই সহ অবস্থান ক্ষতস্থানে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বামফ্রণ্ট সরকারের বিকল্প নেই —বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘিতে নির্বাচনী জনসভায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যর ভাষণে মূল অংশ জুড়েছিল তাঁদের ২৯ বছরের সাফল্যের খতিয়ান। টানা দীর্ঘ সময় শাসন ক্ষমতায় থাকা ফ্রন্ট সরকারকে পৃথিবীর বিস্ময় বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই সাফল্যের কারণ ভেবে দেখতে হবে জনসাধারণকে। মানুষের সন্তুষ্টি এবং সমর্থন ছাড়া সরকারের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হতো না। সম্ভব হয়েছে একেবারে তৃণমূল স্তর পর্য্যন্ত সাংগঠনিক ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে। বিশ্বায়ন আর বিলগ্নিকরণের চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে শিল্প নীতির। এর ফলে গড়ে উঠছে কৃষি নির্ভর কলকারখানা। সমালোচনা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে এম এম সি, সার এবং আরও ছোটো-খাটো কারখানা। যা ছিল এদের উপর নির্ভরশীল। মধ্যবিত্তের ভাড়ারে হাত পড়েছে—গ্যাস, কেরোসিনে ভর্তুকী তোলার জন্যে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাস ডাকাতিতে চারজনের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর ফাষ্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারপতি আশিস সেনাপতি গত ২৮ এপ্রিল বাস ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত চারজন আসামীকে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা করে জরিমানা এবং তিনজন আসামীকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করেন। উল্লেখ, দু' বছর আগে ১২ জানুয়ারী ২০০৪ রাত ১০টা থেকে ১০টা ৩০ পর্যন্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরে চারটিই আমাদের —মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ছাড়া বাকী চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা জেলা সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জোরের সঙ্গে বলেন—ফরাক্কা আমার দায়িত্বের বাইরে। তাই ওখানে কি হবে বলতে পারছি না, তবে বাকী চারটি কেন্দ্র সাগরদীঘি, জঙ্গিপুর, সুতী ও অরঙ্গাবাদে আমরাই আসছি। কারণ পরিষ্কার। আমরা চার মাস আগে থেকে এলাকাভিত্তিক (শেষ পৃষ্ঠায়)

মিটিং-মিছিল-পথসভায় (শেষবেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ২০০৬ এর সপ্তম বিধানসভার শেষবেলার প্রচার দু' দিন থেকে দারুণ জমেছিল। অগ্নিকন্যা মমতার হ্যালিকপ্টার উড়েছে এ জেলার আকাশে কাঁধি, ভগবানগোলা, লালগোলার মাটি ছুঁয়ে মাঠভরা লোকের হাততালি কুড়িয়েছে, তেমনি প্রণববাবুর কপ্টার চষেছে জামুয়ার, আহিরণ, বালিয়া, মির্জাপুর, সম্মতিনগর, মিঠিপুরের মত প্রত্যন্ত সব এলাকা। ওদিকে ম্যাকেঞ্জিতে সনিয়া গান্ধী তো পরদিনই সাগরদীঘিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু। (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

মর্ম্মান্তিক

সমালোচক কোন কবি কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে ভয়ঙ্করের পাশে শুভঙ্করের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কারণ কালবৈশাখী বহন করিয়া আনে 'নব-বিধানের দুর্ধর্ষ আশ্বাস', চৈত্রের চিতার বহ্নি জ্বালা নির্বাপিত করে বৃষ্টি ধারায়। এই বৎসর এই অঞ্চলে তেমন কোন বৃষ্টি হয় নাই, ঝড়ও হয় নাই। আকাশে বজ্র গর্ভ মেঘেরও তেমন সঞ্চার হয় নাই। আবহ-মন্ডল দেখিয়া কালবৈশাখীর ঝড়ের পূর্বাভাস তেমন বোঝা যায় নাই। গত ২২শে এপ্রিল দ্বিপ্রহরে আকাশের গায়ে তেমন কোন ঘন মসীরেখা ফুটিয়া উঠে নাই। কেমনই যেন আকস্মিকভাবে নামিয়া আসিয়াছিল ঝড়ের ঝাপটা। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুই বদলাইয়া গেল। শুধু এই খানেই নয়, সারা রাজ্য জুড়িয়া অল্প বিস্তর ঝড়ের তান্ডব চলিয়াছে। কোথাও কোথাও ক্ষয় ক্ষতিও হইয়াছে ব্যাপক। আবার কোথাও সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে বড় বড় গাছ, উড়িয়া গিয়াছে কত মানুষের ঘরের চালা, অকালে হারাইয়া গিয়াছে বেশ কিছু প্রাণ।

আমাদের ঘরের পাশের নদীবুকে হারাইয়া গিয়াছে বেশ কয়েকটি তরতাজা জীবন। সময় বেলা আড়াই ঘটিকা। আকাশে তখন সবেমাত্র মেঘের সঞ্চার। ভ্রূকুটিও তখন বোধ হয় স্পষ্ট ছিল না। মাঝিরা কেহ ঝড়ের ভাষা বুঝিয়াছিল আবার কেহ বুঝে নাই অথবা বুঝিতে চাহে নাই। খবরে প্রকাশ পয়সার লোভে দুর্মূল্য কয়েকটি জীবন নৌকায় তুলিয়া পাড়ি দিয়াছিল। নৌকায় ছিল জনা দশেক। নৌকাটি ভাগীরথীর মধ্য সীমায় পৌঁছাবার কালে ঝড়ের ঝাপটা আসিয়া পড়িল নদীর জলে। জলের বুকে জাগিল আলোড়ন। যাত্রীরা হইয়া পড়িল দিশাহারা। ঝড়ের ঝাপটায় নৌকা লাগিল জঙ্গিপুরের পারে। কিন্তু বোল্ডারের আঘাতে নৌকার বুকে দেখা দেয় ছিদ্র। ছিদ্রপথে জল ঢুকিতে থাকায় যাত্রীরা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। দিশাহারা মানুষের চঞ্চলতায় নৌকার ভারসাম্য হারাইয়া যায়। নিমজ্জিত হয় বেশ কয়েকটি প্রাণ। আবার কেহ কেহ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে পারে উঠিয়া আসে। যাহারা পারিল না তাহারা লাভ করিল সলিল সমাধি। তাহাদের কেহ ছাত্রী, কেহ শিক্ষক, কেহ মিস্ত্রি আবার কেহ মে ডি ক্যা ল রিপ্রেজেন্টিভ। ইহারা কেহ কী জানিতেন তাহাদের আজিকার ভাগ্যলিপি! তাহারা জানিতেন না সেই দিনের প্রাতঃকালে তাহারা কাহার মুখ দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাবায় যায় না এমন ঘটনার কথা। নদীতে এখন তেমন জল নাই, তলানিতে পড়িয়া গিয়াছে। সামান্য জলের বুকে বাতাসের নামিয়া আসা দুর্মদ আঘাত। চিরদিনের মত ঠিকানা হারাইয়া ফেলিল কয়েকজন যাত্রি কয়েক মিনিটের মধ্যে। এই ঘটনা বড় বেদনাবহ, মর্মান্তিক। প্রকৃতির শাসানিতে যেমন মানুষের অবিবেচনায় তেমনি একটি একাঙ্ক নাটিকার যবনিকা পতন ঘটিয়া গেল নদীর বুকে। এখন নদী বুক শান্ত আর তাহারই পাশে স্বজন হারানোর বেদনায় আপনজনদের বুক অশান্ত— বিচ্ছেদে, বিষাদে।

হাওয়া ভোটের হাওয়া

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

ভোট আছে অথচ ভোটের হাওয়া নেই। মনে পড়ে যাচ্ছে একবার গুজরাটে রাজ্য বিধানসভার ভোটের চার-পাঁচদিন আগে আমেদাবাদে গিয়েছিলাম। দেখে-ছিলাম নির্বাচন নিয়ে কেবলমাত্র সরকারী আধিকারিক ছাড়া আর কেউই চিন্তিত নন। বজরঙ্গ দলের দপ্তরের সামনে দু' একটি ভাজপা'র পতাকা লাগানো বাইক আর দপ্তরের ভিতরে জনা দশেক লোক বেশ নির্বিকার চিত্তে আড্ডা দিচ্ছিলেন। দেখে বোঝার জো ছিল না যে চার পাঁচদিন পরেই তাদের দলীয় প্রার্থী কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি ভোটযুদ্ধে নামবেন। অথচ তাদের কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন করাতে উদাসীনতা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি।

সরকারী বাসে কলকাতা থেকে জঙ্গিপুর আসতে কেন জানি না ২০০৪ এর আমেদাবাদের ছবিটাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। আগে চোখ বাড়ালেই প্রার্থীর নাম, দলীয় প্রতীক আর রকমারি শ্লোগান দিল আমাদের অতি চেনা—কিন্তু এবারের ছবি একেবারে অচেনা। কারণ সবার জানা— নির্বাচন কমিশন রাজ্য নির্বাচনী আধি-কারিকের মাধ্যমে নিত্যনতুন নিয়মের বেড়াজালে বেঁধেছেন বিভিন্ন দল আর তাদের প্রার্থীদের। কাজেই দেওয়াল লিখন নেই, পোস্টার নেই, ব্যানার নেই, পতাকা নেই—আর আমাদের মতো মানুষের কাছে নির্বাচন আছে অথচ নির্বাচনী হাওয়া নেই। ভোটারদের অবস্থা অনেকটা কই মাছের মতো—২৪ ঘন্টা, রাতদিন সাতদিন, টিভির পর্দায় চোখ রেখে বসে থাকতে হবে। না হলে এটাও ভুল হয়ে যেতে পারে যে কবে কোথায় ভোট।

আসলে নির্বাচন কমিশন দপ্তরের কর্মীরা জানেন ভোট কেবল তাদেরই মাথা ব্যথা 'ভারতের অন্য রাজ্যের মতোই। কিন্তু এ রাজ্যের রাজনৈতিক ঐতিহ্য অন্য ধরনের, এখানে রাজনীতি হয় দিনের মধ্যে ২৪ ঘন্টাই, সপ্তাহের সাত দিনই, মাসের ৩০ দিনই আর বছরের মাত্র ৩৬৫ দিন। কাজেই এ রাজ্যের গ্রামেও ভোট নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক চলে। ভোটের দিন নতুন জামাকাপড় পরে ভোটাররা ৮০—৯৫ শতাংশ হারে ভোট দেন। এ রাজ্যের বিরোধীরাও এটা জানেন। অথচ হারের পর এরা এটাকেই রিগিং বলে দাবী করেন। কাজেই নির্বাচন ঘোষণার আগের থেকেই বজ্র আটুনি এঁটেছেন নির্বাচন কমিশন। কাজেই তাদের সেই নীতির কারণেই ভোট হচ্ছে তারায়, আকাশে কিংবা আনন্দে। ভোট নেই রাস্তায়, ভোট নেই চায়ের দোকানে, নেই ভোটরঙ্গ, ভোট ব্যঙ্গ আড্ডায় আড্ডায়।

স্বতঃস্ফূর্ততার এহেন প্রতিবন্ধকতা কতটা সুস্থতার তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে আশা জাগিয়েছেন বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মানুষ চিরাচরিতভাবে ভোট দিয়ে। চমকে গেছেন ওরাও। তাদের কেউ কেউ ডাকছেন পর্যবেক্ষক নামে। যদি এবারের নীরব প্রতিবাদে অন্ততঃ আগামী দিনে আমাদের সরব হবার অধিকার মেলে।

ফরাক্কা এনটিপিসিতে নতুন জেনারেল ম্যানেজার

নিজস্ব সাবাদদাতা ঃ ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের জেনারেল ম্যানেজার পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জি, জে, দেশপান্ডে। পূর্বে এই পদে ছিলেন কে, কে, শর্মা। এখন তিনি বদলি হয়েছেন কলডাম হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টে। ই লে ক ট্রি ক্যা ল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীদেশপান্ডে কোরবা এবং পরে গুজরাট-স্থিত কাওয়াস গ্যাস পাওয়ার প্রজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। পাওয়ার প্ল্যান্ট বিষয়ে দীর্ঘ দু' দশকের অধিক সময়ের অভিজ্ঞতায় তিনি হলেন সমৃদ্ধ।

ভোটরঙ্গ—২০০৬

শীলভদ্র সান্যাল

১

বৃথাই হয়েছ তুমি এম, এ, পাশ মাস্টার
এর চেয়ে ঢের ভালো ব্যাঙ্কের ঝাড়ুদার
এবার নির্বাচনে এল অ্যাপয়েন্টমেন্ট
প্রিজাইডিং আপিসার তিনি সেন্ট পার্সেন্ট
যতই বিদ্যে থাক মগজের ভান্ডারে
মুখে হাসি রেখে কাজ কোর তার আন্ডারে
পোলিং পার্সোনেলে তিনি সকলের 'স্যার'
এলেবেলে ভেবো নাকো, ব্যাঙ্কের ঝাড়ুদার
এত পাশ দিয়ে লজ্জায় মরে যাইরে
ব্যাঙ্কের ঝাড়ুদার কেন হই নাইরে !

২

আজব কথা শুনে সবাই হবেন চমকিত
ভোটারলিস্ট অনুযায়ী তাঁরা সবাই মৃত।
ব্যাপার শুনে আপিসারের গোঁফজোড়া কুঞ্চিত!
সার্টিফিকেট ছাড়া তো কেউ হবেন না জীবিত।

৩

নাইকো কসুর, স্বামী-শ্বশুর ভোটার তালিকাতে
লজ্জা বাড়ায় পাল্টাপাল্টি নামের বিভ্রাটে
বৌটা বলে, হায়রে কপাল ! কোথায় যাব আমি !
স্বামী হ'ল শ্বশুর আমার, শ্বশুর হল স্বামী !
ভোটার তালিকাতে আজব গল্প আছে আরও
ছেলের বয়স বিরাশী আর বাপের বয়স বারো।

৪

পথে যেতে শুধাই আমি, 'দেওয়াল, তুমি কার ?'
'যখন যে দল নিচ্ছে দখল, তখন আমি তার।'
'এবার তবে দেওয়াল তোমার রঙটি কেন সাদা ?'
'কমিশনের আদেশক্রমে লিখতে আছে বাধা।'
'কেন তোমার গৃহকর্তার মুখটি তবে কালো ?'
'এবার বাড়ি রঙ করাতে খরচা হবে ভালো।'

৫

বাপরে কী ডানপিটে ছেলে !
'মাওবাদী' হ'তে চায় সবকিছু ফেলে !
আর কিছু চায় না তো বন্দুক পেলে,
বোমাবাজি করে দিন কাটে হেসে খেলে !
ডেকে বলে, 'এ কথাটা সব শুনে যাও
পেছনে শমন খাড়া, যদি ভোট দাও !'
হুংকার ছাড়ে খুড়ো, 'বন্দুক লাও !'
অগ্রে কামতাপুরী, পেছনেতে মাও।

৬

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলোরে !
চলতে পথে ল্যাং খেয়ে তুই
মরবি বেঘোরে !
তবু একলা চলোরে !
যদি জোটের কথা কয় !
তবু ভোট ব্যাঙ্কের কথা ভেবে
মুখ ফিরায়ে রয় !
তবে কন্ঠ তুলে—
আপন পার্টির লাইন তুমি
একলা বলোরে !

৭

কহিলা হবু, শুন গো গবু রায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র।
পঞ্চবর্ষে ভোট যে বড় দায়,
লক্ষ্য শুধু গদিটি একমাত্র !
তোমরা যত জুটেছ অপদার্থ
দল ভাঙিয়ে শুধুই করে খাচ্ছ,
প্রতি দফায় কমছে আমার মার্জিন
তোমরা শুধু কমিশন কামাচ্ছ !
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।

৮

হেড অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত
ভোটের শমন পেয়ে তাঁহার মেজাজটি উদ্‌ভ্রান্ত
একজেম্পসন পাবার তরে দিয়েছেন দরখাস্ত
নির্বাচনের পান্ডাগিরি যাঁদের 'পরে ন্যস্ত
ব্যাপার হল, বৌটি তাঁহার সপ্তমবার প্রেগন্যান্ট
ভোটের মুখে এখন-তখন, চাই তাঁর অ্যাটেনড্যান্ট
বলেন তাঁরে আপিসারে, 'করবেন না ছটফট,
বংশধরের মুখটি দেখুন ভোটটি করে চটপট।'

৯

মস্তান ছেনো গুপ্ত !
মাণিকতলার প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।
সেখান হইতে ঘোর উত্থান
যে কোন কার্যে মুশকিল আশান
ভোট প্রার্থীরা তাঁর কৃপা চান
নহিলে হবেন লুপ্ত !

১০

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা,
নির্বাচনের ইস্তাহারটি পাক্কা তেরো ফর্মা !
নিজেই ভোটের গায়েন-বায়েন, একেবারে নির্দল
শিঙওলা ষাঁড় প্রতীক তাঁহার, ভাববেন না দুর্বল !
নির্বাচনে দাঁড়ানোটা মজ্জায় তাঁর রপ্ত,
লজ্জা তো নেই ডিগবাজিতে, হোক জামানত জব্দ !

১১

রাজ্যজুড়ি সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
দাদা মহাশয় যাবে ভোট সংগমে
রাইটার্স 'পরে গদি দখলের লাগি।
ভাই আমি বলে, 'দাদা, আমি হব ভাগী,'
দাদা হেসে কহে, ওরে, স্থান কোথা আর ?
তালিকা হইয়া গেছে। অভিমান ভার
রোষবহ্নি লয়ে বুকে হইল প্রবল
দলে থাকি ভাই তবু হল নির্দল।

১২

এই দেখ নোটবুক পেনসিল এ হাতে
অধুনা ব্যস্ত ভোট রঙ্গের লেখাতে,
নেতাদের কটা বাড়ি, ডিনারেতে কী কী খান,
ভোটে জিতে তাঁরা সব সুবিধেটা কী কী পান ?
পর পর জিতে যান তাঁরা কোন্ মন্ত্রে ?
কী করে বা ভুয়োভোট ঢোকে ভোট যন্ত্রে ?
ভোট চুকে গেলে যাঁর টিকি নাহি পাওয়া যায়
লোকেরা কিসের মোহে তবু তাঁকে ভোট দেয় ?
বিস্তর দেখে শুনে, বসে মাথা ঘামিয়ে
গবেষণা করে শুধু লিখে গেছি আমি এ।
কাহাকে 'রিগিং' কয় ? লিখে রাখি গুছিয়ে,
জবাবটা জেনে নেব মেজদাকে খুঁচিয়ে।
বল দেখি, কেন বলে, 'ভোট বৈতরণী' ?
বলবে কী, তোমরা তো নোট বই পড়নি !

সরকারের বিকল্প নেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিছুটা দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করতে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিধা করেননি। কিন্তু আমেরিকা ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমেরিকাকে সমর্থন করে তাহলে সরকারের উপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে দ্বিধা করবে না। সাফল্যের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেন তাদের প্রয়োজনভিত্তিক নীতির ফলেই সম্ভব হয়েছে গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভ্যেস গড়ে তুলতে। দেশের অগ্রগতির দরজা তাই তাদের সামনে খুলে গেছে। প্রাথমিক স্কুল পড়ুয়াদের ভেদাভেদ ভুলে গড়ে উঠছে ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা তাদের দ্বিপ্রাহরিক অন্ন সংস্থানের নীতির মধ্যে। বক্রেশ্বর আর সাগরদীঘির বাস্তব রূপদানে ঘুচবে বেকারত্ব, আনবে কাজের জোয়ার। ২০০৪ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মৌজায় বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। বামফ্রন্টের নীতিই কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করেছে ১০০ দিনের কাজের নিয়ম মেনে নিতে। পরিকল্পনা রয়েছে পাট বা চামড়াজাত শিল্প এবং প্লাস্টিকের কারখানা গড়ে তোলার। এটা সম্ভব হবে রাজ্যে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ থাকার জন্য। সাফল্যের খতিয়ানের সংগে রাজ্যের সমস্যার কথাও বলেন তিনি। প্রতিটি সভাতেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ আর সমালোচনার শেষ ছিল না। তাই লোকসভায় বর্তমানে ৯টি আসনের পরিবর্তে মমতার নিজের একটি মাত্র আসন ধরে রাখা। তাই তৃণমূলকে একটিও ভোট না। ৬০ হাজার আধাসামরিক বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৫ দিনে। বামফ্রন্টের নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের পেছনে রিগিং, সন্ত্রাস, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ আছে। এবারে নির্বাচন কমিকশনের তত্ত্বাবধানে ভোট শেষ হয়ে গেলে প্রমাণ হবে এই ধারণা কতটা ভ্রান্ত ছিল। প্রমাণ হবে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে বামফ্রন্ট সরকারের কোন বিকল্প থাকতে পারে না। কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে বুদ্ধবাবু বলেন মুখে বাম বিরোধীতার কথা বললেও কেন্দ্রে সরকার টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনেই এই সমালোচনা। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জন্য বহুবার চেষ্টা করলেও জোট না হওয়ার দায় এবং ব্যর্থতা পুরোপুরি কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ মমতা ভালো করেই জানেন যে বিজেপির সংশ্রব না ছাড়লে এই জোট কোন দিনই সম্ভব হতো না।

চার জনের দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধুলিয়ান ডাকবাংলো ও চাঁদের মোড়ের মধ্যে 'বাবাবুন্ডা' নামে কোলকাতা থেকে চাঁচলগামী একটি বাসে ডাকাতি হয়। দুষ্কৃতীরা যাত্রী হয়ে ঐ বাসে উঠে ডাকাতি করে। বাসের কন্ট্রাকটর কেশব দেবনাথ ঐ দিন সুতী থানায় একটি অভিযোগ করেন (জে ডি নং ১/২০০৪)। তৎকালীন এস ডি পি ও অরিন্দম দত্ত চৌধুরী বিশেষ তৎপরতায় দুষ্কৃতীরা সশস্ত্র গ্রেপ্তার হয়। আরো জানা যায়, ভারতীয় দন্ডবিধি আইনের ৩৯৫/৩৯৭/৪১২ ধারা মতে আসামী আলম সেখ, ফিরোজ সেখ, কবিরুল সেখ ও আজিদ সেখকে দশ বছর এবং ফারুক সেখ, পচা সেখ ও বানু সেখকে পাঁচ বছর সাজা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে বহু বাস ডাকাতি হলেও এই ধরনের কঠোর শাস্তি সম্ভবতঃ প্রথম। সরকারী পক্ষে এই মামলাটি পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট মৃণাল ব্যানার্জী। তাঁর সহযোগী ছিলেন এ্যাডভোকেট ওয়ালী মন্ডল।

জঙ্গিপুরে চারটিই আমাদের (১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজ শুরু করেছি। সেখানে কংগ্রেসীরা এখনও সব এলাকায় কর্মী নামাতে পারেনি। বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনের নামে আই, এন, টি, ইউ, সির নেতারা শ্রমিকদের দাবীকে উপেক্ষা করে মালিকদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। এছাড়া কংগ্রেসীদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, দুর্নীতি নেতা থেকে ক্যাডার প্রত্যেকের মধ্যে। দলে শৃংখলা বলতে কিছু নেই। প্রণব মুখার্জী হাজারো প্রতিশ্রুতি দিয়ে জঙ্গিপুরের মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন। মিঞাপুরে ওভার ব্রীজ বা জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনে ইলেকট্রনিক্স টিকিট কাউন্টার কিছুই চালু হলো না। গঙ্গা-পদ্মার ভাঙন আজও অব্যাহত। মানুষ আর প্রতিশ্রুতিতে ভুলছে না। আমাদের হাওয়া খুব ভালো। তাই ভোটের ব্যবধানও বাড়বে।

পথসভায় শেষবেলা (১ম পৃষ্ঠার পর)

গত ২৮, ২৯ এপ্রিল এইভাবে ঝটিকা সফরের পর ৩০ এপ্রিল মিঞাপুরে এন ডি এর যৌথ পথসভায় বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য্য. চিত্ত মুখার্জী, শহরের একাধিক সভায় সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সম্মতিনগরে বিজেপির মদন মিত্র তৃণমূল প্রার্থী ফুরকান সাহেব। চারিদিকে তর্জাপালার মাতন। তবে এবার সকলেরই বক্তব্য খুব সংযত, সতর্ক। মাইকের অত্যাচার নাই বরং গেঞ্জি, টুপি ও ছাতায় প্রচার চিহ্নের ব্যবহার আর আধাসামরিক জওয়ানদের সান্টিং, অবজারভারের ঘনঘন গাড়ী ভোটাররা বেশ উপভোগ করছেন।

সনিয়ার নির্বাচনী সভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রলেপ দেওয়ার জন্যই কিনা তা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে উঠে এসেছে অধীর চৌধুরী এবং প্রণব মুখার্জীর দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর নীরব ভূমিকার কথাও। এমনকী একই মঞ্চে অবস্থান করলেও এই দুই নেতা তাঁদের ভূমিকায় কতটা আন্তরিক ছিলেন তা ভেবে দেখার মতো। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের ভাষণে গঙ্গার ভাঙ্গন প্রতিরোধে বামফ্রন্টের ব্যর্থতার কথা, বিড়ি শ্রমিকদের উন্নয়নে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। গত লোকসভা নির্বাচনের মতো বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ী করে দেশের সার্বিক উন্নতির পথ প্রসারের আহ্বান জানান তাঁরা। সনিয়ার নির্বাচনী সভায় হেলিপ্যাডসহ মাঠের সমস্ত এলাকাকে নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য ছিল পুলিশ কুকুর। তৈরী ছিল দমকল, এ্যাম্বুলেন্স। মেটাল ডিটেক্টার দিয়ে মাঠে ঢোকানোর জন্য বেলা দশটার আগে ঢুকে পড়া বেশ কিছু মানুষকে বাইরে বেড়িয়ে আবার মাঠে আসতে হয়। এমনিতেই দশটায় ঘোষণা করা সভা শুরু হয় বেলা একটায়। প্রচন্ড রোদে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে জনসাধারণ অধৈর্য্য হয়ে পড়ে। উন্নত মিডিয়া পরিষেবায় সরাসরি মাঠ থেকে টিভিতে প্রচারেরও ব্যবস্থা ছিল।

বিধানসভা ভোট শান্তিতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বুথের প্রায় ৫৫০ ভোটার এলাকার সার্বিক উন্নয়নের দাবীতে ভোট বয়কট করেছেন। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের ৯০/৯৪/৯৫/১০০ নম্বর বুথে আই কার্ডের এপিক নম্বর ভোটার লিষ্টে উল্লেখ না থাকায় কয়েকশো নতুন ভোটারকে ভোট দিতে দেয়া হয়নি। সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এ নিয়ে জেলা ও মহকুমা রিটার্ণিং অফিসারকে ম্যাসেজ পাঠান। শেষে চীফ ইলেকটোরাল অফিসারের নির্দেশে নয়া ভোটাররা ভোট দেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।